চার শিক্ষকের এক শিক্ষার্থী প্রথম ব্যাচের সবাই ফেল

মির্জাপুরের ময়নাল হক স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভবনটির একটি কক্ষ উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য বরাদ্দ সমকাল

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

প্রকাশ: ২৩ অক্টোবর ২০২৫ | ০৮:০৯

| প্রিন্ট সংস্করণ

- অ +

মির্জাপুরে আনাইতারা ইউনিয়নের চামারী ফতেপুর গ্রামে ময়নাল হক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এটি যেন নামেই একটি কলেজ। কার্যক্রম চলছে খুঁড়িয়ে। একাদশে চার শিক্ষকের জন্য রয়েছে একজন শিক্ষার্থী। এইচএসসি প্রথম ব্যাচের ১৮ জনের সবাই ফেল করেছেন।

জানা গেছে, ২০২৩ সালে ফতেপুর ময়নাল হক উচ্চ বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণিতে পাঠদানের অনুমতি পায়। ৫ হাজার টাকা করে বেতনে ৬ জন প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হয়। বিদ্যালয় ভবনের একটি কক্ষ বরাদ্দ দেওয়া হয় কলেজ শাখার পাঠদানের জন্য। প্রথম ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তি হয় ২২ জন। এর মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ওই বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করা। সেখান থেকে চারজন অন্যত্র চলে গেলে ১৮ জন নিয়ে চলে পাঠদান। এক বছর পরে দুই শিক্ষক চাকরি ছেড়ে চলে যান। ফলে ইংরেজিসহ আরও গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের শিক্ষক ছাড়াই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে থাকে পাঠদান কার্যক্রম। কলেজ শাখায় উল্লেখযোগ্য আয় না থাকায় শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হয় স্কুল শাখার আয় থেকে। বর্তমানে কলেজ শাখার শিক্ষকদের পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া। দ্বিতীয় ব্যাচে ২৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। তৃতীয় ব্যাচে অর্থাৎ চলতি বছর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে মাত্র একজন শিক্ষার্থী। একা ভালো না লাগায় ওই শিক্ষার্থী অন্যত্র চলে যেতে চাচ্ছে বলে জানা গেছে।

১৮ জন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হলেও প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায় প্রথম ব্যাচের সবাই ফেল করেছেন। শিক্ষকরা বলছেন- শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি এবং পড়ার প্রতি শিক্ষার্থীদের অনীহার কারণেই ফলাফলের এমন বিপর্যয়।

কলেজ শাখার বাংলা বিভাগের প্রভাষক সুমনা আক্তারের ভাষ্য, শুধু পাঠদানের অনুমতি পেয়ে ২০২৩ সাল থেকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির কার্যক্রম শুরু হয়। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই। শিক্ষক স্বল্পতা এবং শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে আসার প্রতি অনাগ্রহ নিয়ে চলতে থাকে পাঠদান। বেতন কম হওয়ায় এক বছরের মধ্যে দুই শিক্ষক চাকরি ছেড়ে চলে যান। তারপর থেকে কলেজ শাখার পাঠদান কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়ে। এরই মধ্যে নানা প্রতিকূলতার মাঝে প্রথম ব্যাচের ১৮ জন শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা হয় এইচএসসি পরীক্ষার জন্য। কিন্তু দুঃখজনক হলো, সবাই ফেল করেছে।
কলেজ শাখার ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক খিতিষ চন্দ্র দাস জানান, গ্রাম এলাকায় কলেজ শাখার অনুমতি পাওয়া এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির জন্য স্থানীয় হিসেবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তারা। মাত্র পাঁচ হাজার টাকা বেতন, তাও আবার পাঁচ মাস ধরে বকেয়া। স্কুল শাখার সহযোগিতায় চলছে কলেজ শাখা। এর উন্নয়নের জন্য সবাই মিলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

বিষয়টি নিয়ে কথা হয় ময়নাল হক স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালনার অ্যাডহক কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমানের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আমি কিছুদিন ধরে দায়িত্ব নিয়েছি। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির জন্য শিক্ষক ও স্থানীয়দের নিয়ে অনেকগুলো বৈঠক করেছি। এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে।’
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জুলফিকার হায়দারের ভাষ্য, প্রতিষ্ঠানটির কলেজ শাখায় শিক্ষক স্বল্পতা আছে। তা ছাড়া শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাসে যায়নি। যেসব সমস্যা রয়েছে তা থেকে উত্তরণে পরিচালনা কমিটিকে দায়িত্ব নিতে হবে। সহযোগিতা চাইলে তাদের পক্ষ থেকে করা হবে বলে জানান তিনি।